রবীন্দ্র পরিষদ

প্রতুল চন্দ্র গুপ্ত*

প্রেসিডেন্সি কলেজের সব চেয়ে বড় সাহিত্য প্রতিষ্ঠান ছিল রবীন্দ্র পরিষদ। ১৯২৭ সালে জন্ম। এর সংক্ষিপ্ত জন্মকাহিনী কেউ কেউ লিখেছেন। রবীন্দ্র পরিষদের প্রথম যুগের কথা জানেন এরকম লোক এখন আর বেশি নেই, কাজেই বলে রাখা দরকার। পূজোর ছুটির আগে অন্য কলেজের মত প্রেসিডেন্সি কলেজেও ছাত্রদের থিয়েটার হত। এর আগেও 'অরূপরতন', 'মুক্তধারা', বিসর্জন প্রভৃতি অভিনয় হয়েছে। সেবার অভিনয়ের বই নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে কিছু মতভেদ দেখা দিল। বই ঠিক করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। একদল চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে অন্য কিছু করতে। তখন শিশিরকুমার ভাদুড়ীর যুগ। কেউ কেউ চেয়েছিলেন 'সীতা' অভিনয় করা হোক। অন্য দলের মত একেবারে আলাদা। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে আর কিছুতে আসতে চাইলেন না। জল যখন ঘোলা হল, তখন কলেজের অধ্যক্ষ স্টেপলটন বিচারের ভার নিলেন। 'সীতা'র বিপক্ষে ও রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বললেন হুমায়ুন কবির। তিনি অবশ্য সাহিত্যের ছাত্র ও কবি। তাহলেও তাঁর সওয়াল একটু দুর্বল হল। তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে শম্বুকের হত্যাদৃশ্য অলঙ্কারশাস্ত্র বিরোধী। রঙ্গমঞ্চে হত্যা কিংবা মৃত্যু দেখানো অসঙ্গত। মামলায় আমরা হেরে গেলাম। অধ্যক্ষ বললেন তাহলে শেক্সপিয়রের প্রায় সব নাটকই অভিনয় থেকে বাদ দিতে হয়। এর ফলে এইসব বিতর্কের সঙ্গে রাজনীতিও একটু একটু জড়িয়ে পড়ল। সেবার পূজোর আগে প্রেসিডেন্সি কলেজে থিয়েটার হল না। কলেজের একদল ছাত্র ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' অভিনয় করলেন।

অনেকদিন হয়ে গিয়েছে, তাহলেও মনে আছে আমরা কিছু ছাত্র কিরকম ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। বালিগঞ্জ সারকুলার রোড আমাদের বেড়াবার জায়গা ছিল। তখন সুরকির রাস্তা ছিল, অনেক সরু, দু'ধারে বড় বড় গাছ। রাস্তা চওড়া করার সময় অনেক গাছ বিসর্জন দিতে হয়েছে। সেখানে বেড়াতে বেড়াতে এখন যেখানে ম্যাক্সমুলার ভবন তৈরী হয়েছে, তার উলটো দিকে হাঁটতে হাঁটতে আমার হঠাৎ ব্রাউনিং ক্লাবের কথা মনে হল, মনে হল প্রেসিডেন্সি কলেজে এরকম ক্লাব থাকলে ভাল হয়, কারুর কিছু বলার থাকবে না। সঙ্গে অমিয়রঞ্জন রায়চৌধুরী ছিল। আর ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও আরো দু'একজন। কে কে আমার ঠিক মনে নেই। সেই হচ্ছে রবীন্দ্র পরিষদের জন্মক্ষণ। কিন্তু একজন অধ্যাপক চাই যিনি সভাপতি হবেন। একথা তখন প্রচার হতে আরম্ভ করেছে যে, স্টেপেলটন সাহেব রবীন্দ্রনাথের নাটকের উদ্যম ভাল চোখে দেখেননি। কাজেই সব মাষ্টারমশায়দের কাছে উৎসাহ আশা করা সম্ভব নয়। আমরা অবশেষে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের কাছে গেলাম। তিনি তখন বোধহয় রিচি রোডে থাকতেন, বলামাত্র রাজি হয়ে গেলেন। প্রথম সম্পাদক ছিলেন হুমায়ুন কবির, তাঁকে সাহায্য করতেন সুশীলকুমার দে। পরের বছর বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পরের বছর আমি। শুধু সম্পাদকের নাম বলেই কর্তব্য শেষ হয় না। এঁদের বহু ছাত্র সাহায্য করত। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ করে মনে পড়ছে। সামান্য চাঁদা ছিল, তাই দিয়ে আমাদের খরচ চলত। সাধারণত প্রতি রবিবার বিকালে আমাদের অধিবেশনের সভা বসত। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, কবিতা, ছোটগল্প, গান নিয়ে আলোচনা বসত। রবীন্দ্রনাথের গান পরিবেশনেরও ব্যবস্থা থাকত। সুশীলকুমার দে ভাল গাইতে পারতেন। কখনও কখনও বিজয়কুমার আচার্য

---

* প্রাক্তন ছাত্র (১৯২৫—৩১)

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

আসতেন। অধ্যাপকদের মধ্যে যাঁদের বেশী উৎসাহ ছিল তাঁরা হচ্ছেন সোমনাথ মৈত্র, অপূর্বকুমার চন্দ ও ভূপতিমোহন সেন। ভূপতিমোহন সেনকে নিমন্ত্রণ করতে গেলে তিনি প্রায় বলতেন 'তোমরা রবিবার মিটিং কর কেন? সেদিন আমরা একটু খেলিটেলি।' রবিবার তাঁর টেনিস খেলার দিন, কিন্তু প্রায় সভাতেই আসতেন। সাহিত্যিকরাও অনেকে আসতেন। যেমন প্রমথ চৌধুরী, রাধারাণী দেবী, নরেন্দ্র দেব, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, নীহাররঞ্জন রায়, কখনও কখনও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণের ডায়েরির এক অংশে রবীন্দ্র পরিষদের উল্লেখ আছে। মেয়েদের তখন সভায় আসা-যাওয়ার খুব বেশী রেওয়াজ ছিল না। তবু এখানে কাউকে কাউকে দেখা যেত। মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর বাবার সঙ্গে আসতেন। উমা দেবীও আসতেন। লীলা মজুমদারকেও দেখেছি মাঝে মাঝে; চোখে গোল চশমা, লেখাপড়ায় ভাল মেয়ে বলে খুব নামডাক। ভয়ে আমরা কাছেই ঘেঁষতাম না। রবীন্দ্রনাথ বেশ কয়েকবার এসেছেন। তখন আমরা শ্রোতাদের জায়গা দিতে পারতাম না। কার্ড ছাড়া ঢুকতে দিতাম না। গৌরীনাথ ভট্টাচার্য দরজায় নজর রাখত। সব বাকি চাঁদা উশুল হয়ে যেত। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ অপ্রকাশিত কবিতা কিছু কিছু আমাদের পাঠিয়েছিলেন বিদেশ থেকে, অপূর্বকুমার চন্দ আমাদের পড়ে শুনিয়েছিলেন। 'মহুয়া' থেকে আরম্ভ করে 'পুনশ্চ', পরিশেষে'র অনেক কবিতা এইরকম করে আমরা শুনেছি। কখনও কখনও রবীন্দ্র পরিষদের সদস্যদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ডেকে পাঠাতেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে তাঁদের কিছু বলতেন ও পড়ে শোনাতেন। সে ছিল খুব সৌভাগ্যের দিন।

একটি বিশেষ দিনের কথা বলছি। একবার কী কারণে মনে নেই, বোধহয় রবীন্দ্র পরিষদের কাজে কবির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। কবি তখন বিচিত্রা ভবনের দোতলায় পুব দিকের একটি কোণার ঘরে বসতেন। ঘরটির দেয়ালে একটি ভাল কাজ ছিল, সেটি পরে চুন-পলেস্তারা দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছিল। এই ঘরে একথা-সেকথার পর রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ গুনগুন করে 'কখন বসন্ত গেল। এবার হল না গান' দু' স্তবক গাইবার পর তৃতীয় স্তবক আরম্ভ করে বললেন ভুলে গিয়েছি। মনে পড়ছে না। এই বোধহয় তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। পরে যখন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছি তখন ঠাকুরবাড়ি সংস্কারের সময় এই ঘরটিকে পরিষ্কার করিয়েছিলাম। রবীন্দ্র পরিষদে কবি যখন আসতেন তখন অনেককে আমন্ত্রন করেছি। পায়ে হেঁটে বাড়ি বাড়ি ঘোরা তখন পরিশ্রম বলে মনে হত না। একবার খুব সাহস করে স্বর্ণকুমারী দেবীর বাড়ি গিয়েছিলাম। স্বর্ণকুমারী দেবীর তখন অনেক বয়স হয়েছে, বালিগঞ্জে থাকতেন। বিশেষ কোথাও যেতেন না। ভেবেছিলাম হয়ত দেখাই করবেন না। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আসছি শুনে উপরে ডেকে পাঠালেন। সেটি তাঁর শোবার ঘর, খাটের উপরে প্রায় শুয়ে আছেন। যা ভেবেছিলাম তার চাইতেও বেশি শীর্ণ এবং রুগ্ন বলে মনে হল। স্বর্ণকুমারী দেবী আমন্ত্রণের কথা শুনে বললেন, 'আমি ত কোথাও যাই না'। আমি একটু জোর দিয়ে বললাম; 'রবীন্দ্রনাথ আসছেন'। তিনি একটু হেসে বললেন, 'রবি তো সব জায়গায় যায়।' রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর 'রবি' সে কথা আগে খেয়াল করি নি। যাই হোক; প্রণাম করে চলে এলাম। পরে আর কখনও দেখা হয়নি।

রবীন্দ্র পরিষদ প্রতিষ্ঠা হওয়ার অল্পদিন পরেই আর একটি সাহিত্য সমিতির জন্ম হল। তার নাম বঙ্কিম-শরৎ সমিতি। আমরা কেউ কেউ দুই সমিতিরই সদস্য ছিলাম। কিন্তু তাই বলে রেষারেষি যে একেবারে ছিল না তা নয়। এর সম্পাদক ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়। তার নাম আগেই উল্লেখ করেছি। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এর সভাপতি। অধ্যাপক ৺সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এর অধিবেশনে প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন। বঙ্কিম-শরৎ সমিতি খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। তার প্রধান কারণ ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যু। তাছাড়া কাজ করবার লোকও সেখানে বেশি ছিল না। শরৎচন্দ্র আমাদের সময় অন্তত দু'বার বঙ্কিম-শরৎ সমিতির সভায় এসেছিলেন।

Reprinted with the kind approval of M/S Ananda Publishers (P) Limited

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

WITH COMPLIMENTS FROM

Bengal Builders & Traders (P) Ltd.

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

With the Best Compliments of

Geologists' Syndicate Private Limited

137, Biplabi Rash Behari Basu Road

CALCUTTA-700 001

Gram : GEOSYN

Phone : 22-3571

With best Compliments of

Peeco Hydraulic Private Limited

AMBICA KUNDU LANE, RAMRAJATALA

HOWRAH-4

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

HMP

TELEX : 021 2463 HMPG IN
021 3297 PODR IN

Gram : DARINTEAEX
CALCUTTA.

H M P
GROUP OF INDUSTRIES

Leading Industrial House in Jute,
Rope, Tea, Sugar, Engineering, Shipping Etc.

"FAIRLIE HOUSE"

4, FAIRLIE PLACE

CALCUTTA700 001

Telephone : 22-9965
22-9966

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

CALCUTTA
A CITY AND A PROMISE

The 20th century is three—fourths gone.

In the last quarter, there can even be a prayer for Calcutta rather than a requiem.

For the cynic, let there be some understanding of the urban problems. For the understanding, let there be some poetry. For the rich, let there be a heart and for the poor, a piece of bread. In this city of Calcutta.

"Calcutta Calls", can even be a tourist slogan :

Sneers the cynic, what has Calcutta to show except signs of decay, stacks of dirt and streets of filth ? Even that will attract the tourist,—the wrong kind with a crooked camera.

For others, tourists and town planners, historians and researchers, this is the place to learn some lessons and avoid some mistakes.

In fact, the history of Calcutta is a history of struggles. Its fight against imperialism and its uncompromising attitude towards exploitation are unforgettable chapters in the nation's history. Its survival has been a struggle too.

Today, however, an attempt is being made to give new directions to the development of the city. Not by planning new gardens, but by a conscious effort to help the poorest to find a meanning in life. By involving the slum people in the process of development and building townships for the economically weaker sections of society.

If you want to know more, please write to the Public Relations Directorate, Calcutta Metropolitan Developmont Authority (CMDA), 3-A, Auckland Place, Calcutta-700 017.

You will get a reply. That is a promise.

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

Presidency College Alumni Association

List of Life Members (Continued)

Sl. No.	Name	Enrolled on	Sl. No.	Name	Enrolled on
L/218	Bal Manik	14.2.1985	L/221	Lahiry Nripendra Lal	29.3.1985
222	Banerjee Anjana	23.7.1985	215	Matilal Bhabani Mohan	4.2.1985
230	Banerjee Sunil Kumar	25.9.1985	226	Majumdar Kumud Kumar	23.7.1985
234	Basu Prasanta Kumar	27.9.1985	219	Mukherjee Achinta Kumar	21.2.1985
235	Basu Latika	28.9.1985	216	Paira Bhibhuti Bhusan	4.2.1985
220	Basu Mullick Tapendra Chandra	8.3.1985	225	Paul Reena	23.7.1985
			217	Ray Pranab Kumar	14.2.1985
233	Bhattacharyya Durga Charan	27.9.1985	231	Ray Kalyan Kanta	25.9.1985
232	Chattopadhyay Haripada	27.9.1985	239	Ray Prabir	28.11.1985
237	Chowdhury Sukanto	29.9.1985	240	Ray Barnik	29.11.1985
227	Das Subrata	27.7.1985	228	Sarkar Sudipto	22.8.1985
223	Das Gupta Kalyan	23.7.1985	229	Sarkar Malabika	22.8.1985
238	Datta Samir Kumar	29.9.1985	236	Sen Rabindra Nath	28.9.1985
224	Goon Atindra Mohan	23.7.1985			

With Compliments From :

GENELEC LIMITED

6, Chittaranjan Avenue,

Calcutta-700 072

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

PRESIDENCY COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION
CALCUTTA

LIST OF OFFICE BEARERS AND THE MEMBERS OF THE EXECUTIVE COUNCIL FOR THE YEAR 1984-85

President

Shri Bikas Chandra Ghosh

Vice-Presidents

Dr. Bijoy Sankar Basak

Shri Sudhis Chandra Guha

Secretary

Principal Achinta Kumar Mukherjee

Joint Secretaries

Shri Sanatkumar Basu

Shri Parthasarathi Sengupta

Assistant Secretaries

Shri Nirodebaran Banerjee

Sm. Kajal Sengupta

Shri Asim Sinha

Treasurer

Shri Jiban Lal Deb

Mambers

Shri Bamandas Auddy
" Alak Banerjee
" Basudeb Barman
" Samarendra Chandra Basu
Dr. Pratap Chandra Chunder
Shri Santikusum Dasgupta
" Asoke Kumar Dutt
" Pratul Chandra Dutt
Dr. Tarit Kumar Ghosh
Shri Arunava Ghosh

Shri Kamal Kanti Ghosh
" Jyotirmoy Mitra
" Arun Kumar Mukherjee
" Mihir Mukherjee
Dr. Sarajit Kumar Nandi
Shri Hirendra Nath Neogi
" Satya Charan Pain
" Biren Pal Chaudhury
" Arabinda Ray
Dr. Kamalpani Roy Choudhury

Publication Committee

Editorial

Dr. Subodh Chandra Sengupta
Editor-In-Chief
Dr. Hiranmay Banerjee }
Dr. Pratap Chandra Chunder } Jt. Editors

Executive

Shri Samarendra Chandra Basu
" Rabin Basu
" Subir Roy
" Parthasarathi Sengupta

Sm. Kajal Sengupta—Member-in-Charge

Printed by : U. C. Consigner, 8/1, Radhanath Mullick Lane, Calcutta-12 and Published by Shri Sanatkumar Basu on behalf of Presidency College Alumni Association, Presidency College, Calcutta-73.

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

Space Donated By :

BUILDERS COLLABORATED

ENGINEERS, VALUERS & SURVEYORS

106, MIDDLE ROAD

CALCUTTA—700 014

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

'LET THE BUDS OF YOUR HOPES AND ASPIRATIONS BLOSSOM UNDER
THE SUREST PROTECTION OF PEERLESS'

The Peerless General Finance & Investment Company Limited

ESTD—1932

Regd. & Head Office :

Peerless Bhavan

3, ESPLANADE EAST

CALCUTTA—700 069

TOTAL INVESTMENT IN GOVT. CUSTODY : OVER Rs. 600 CRORES

INDIA'S LARGEST NON-BANKING SAVINGS COMPANY

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073